দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 17 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

পাঠ্যপুস্তক উৎসব পৃথকভাবে উদযাপন করবে দুই মন্ত্রণালয়

এম এইচ রবিন ●

আসছে ২০১৮ সালের প্রথম দিন সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে শিক্ষা প্রশাসনে ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে দুই মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠান করবে রাজধানীর আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে। দুদিনের মধ্যে ভেন্যু চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক উৎসবকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারাও ব্যস্ত জেলা, থানা ও স্কুলে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম তদারকিতে।

জানা গেছে, ৩০ ডিসেম্বর জেএসসি ও জেডিসি এবং প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কার্যালয়ে শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে বই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া ১ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। এ জন্য পৃথক প্রস্তুতি শেষ করেছে দুই মন্ত্রণালয়। অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার একটু

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক উৎসব পৃথকভাবে উদযাপন

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ব্যতিক্রমভাবে বই উৎসব করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও জানা গেছে। কারণ নির্ধারিত সময়ের আগেই ৩৫ কোটিরও বেশি বই ছাপার পর উপজেলাগুলোয় পাঠানো শেষ করে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে সরকার।

এ ছাড়া দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশি প্রতিষ্ঠান ছাড়াই সময় মতো বই প্রকাশ করতে পেরে এনসিটিবি ও ছাপাখানা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই তুষ্ট।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই তুলে দেওয়া ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শুরু থেকেই এনসিটিবি, বইয়ের মনিটরিংয়ে থাকা দুটি পরিদর্শন টিম, সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর ছিল। শুরু থেকেই নানা জটিলতায় সময় মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানোর বিষয়টি অনিশ্চিত হওয়ার পরও টিমওয়ার্কের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সময়ের আগেই বই ছাপানোর কাজ করতে পেরেছে ছাপাখানাগুলো।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান বলেন, এ শিল্পটা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছিল। অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে বই ছাপার কাজটা দেশের বাইরে যেতে দিইনি। তিনি বলেন, এবার প্রাথমিকের প্রাক্কলিত দরের চেয়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকা কমে কাজ নিয়েছি। নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে যথাসময়ে মানসম্মত বই দিতে পেরে আমরা সন্তুষ্ট। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে এসব বিষয় তুলে ধরা হবে।

মুদ্রণ কার্যক্রম পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান কন্টিনেন্টাল বিডি প্রকল্পের পরিচালক শেখ বেলাল হোসেন বলেন, এ পর্যন্ত প্রাথমিকের বই মুদ্রণ হয়েছে ৯৯ শতাংশ। এ সপ্তাহে সব বই মুদ্রণ শেষ হয়ে যাবে। এ বছর ছাপাখানাগুলো ভালো মানের কাজ করেছে। অন্যদিকে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিকের বই ৯৮ শতাংশ মুদ্রণ শেষ হয়েছে। বাকি বইয়ের কাগজের ছাড়পত্র দেওয়া শেষ। চলতি সপ্তাহ মুদ্রণের কাজ শেষ হবে।

বাল্টিক বিডির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আর কাইয়ুম বলেন, মাধ্যমিকের সুখপাঠ্য বইয়ের কাজ ছাড়া অন্যান্য বইয়ের কাজ প্রায় শেষ। আগামী সপ্তাহের মধ্যে সব বই উপজেলা পৌঁছে দিতে পারবে প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানগুলো। দরপত্রে দেরি হওয়ায় মাধ্যমিকের ৪টি বিজ্ঞান বই, সম্পূর্ণ রঙিন সুখপাঠ্য বই ছাপানোয় একটু দেরি হচ্ছে। এর পরও নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এসব বই পৌঁছে যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

প্রাপ্তি নং ...
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে
স্বাক্ষর